ন্যায়বিচারের অধিকার নারী-পুরুষ সবার

গ্রামের দরিদ্র নারী ও সুবিধাবঞ্চিত অন্যান্য জনগোষ্ঠী সহজেই গ্রাম আদালতের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে ছোট-খাটো বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারে

European Union

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

UNDP
Empowered lives.
Resilient nations.

ন্যায়বিচারের অধিকার
নারী-পুরুষ সবার

গ্রামের দরিদ্র নারী ও সুবিধাবঞ্চিত অন্যান্য জনগোষ্ঠী সহজেই
গ্রাম আদালতের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে ছোট-খাটো বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারে

ফটোগ্রাফি: মো: আমীর হোসেন, মহিতোষ কুমার রায়, ইয়াসমিন, মো: কামরুজ্জামান, হাফিজ আল আসাদ, আবদুল্লাহ আল আমীন, রীতা দাস, আবদুল কাদের, নাসরিন ও গ্রে শেক।

প্রকাশ কাল: জুলাই ২০১৮

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার, ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি)-এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্প। চার বছর (২০১৬-২০১৯) মেয়াদি এই প্রকল্পটি দেশের ৮টি বিভাগের ২৭টি জেলার ১২৮টি উপজেলার ১,০৮০টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

European Union

UNDP
Empowered lives.
Resilient nations.

ন্যায়বিচারের অধিকার নারী-পুরুষ সবার

ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার একটি মানবাধিকার। অন্যান্য অধিকার পূরণের জন্যও ন্যায়বিচার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ন্যায়বিচারের অধিকার ব্যক্তির অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের উপরও প্রভাব রাখে।

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রসহ জাতিসংঘ ঘোষিত বিভিন্ন মানবাধিকার দলিলে ন্যায়বিচার প্রাপ্তির অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। জাতিসংঘ ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে **সমতার ভিত্তিতে আইনি সুরক্ষা এবং অধিকার লংঘনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত বিচারিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কার্যকর প্রতিকার প্রাপ্তির অধিকারের** কথা বলা হয়েছে।

গ্রামের দরিদ্র জনগণ যাতে কম খরচে, কম সময়ে, স্থানীয়ভাবে ইউনিয়ন পর্যায়েই ছোট-খাটো বিভিন্ন বিরোধের নিষ্পত্তির মাধ্যমে ন্যায়বিচারের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে সে উদ্দেশ্যে গ্রাম আদালত আইন ২০০৬ (২০১৩ সালে সংশোধিত) প্রণয়ন করা হয়েছে।

গ্রাম আদালত দরিদ্র নারী-পুরুষের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথকে সহজ করে:

- গ্রাম আদালতের মাধ্যমে নারী বা পুরুষ প্রত্যেকেরই বিচার প্রাপ্তির অধিকার রয়েছে।
- গ্রাম আদালতে কম সময়ে, কম খরচে বিরোধ নিষ্পত্তির সুযোগ রয়েছে।
- গ্রাম আদালত ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত হওয়ায় পরিচিত পরিবেশে নিজেদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সকলেই গ্রাম আদালতের এখতিয়ারভুক্ত মামলার ক্ষেত্রে বিচারিক সেবা নিতে পারেন।
- গ্রাম আদালতে নিজের পছন্দমত প্রতিনিধি নিয়োগ করা যায়।
- **প্রতিনিধি নিয়োগের ক্ষেত্রে নারীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলার ক্ষেত্রে নারী প্রতিনিধি নিয়োগ দেওয়ার বিধান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।**
- **নারী প্রতিনিধির উপস্থিতিতে একজন নারী বিচারপ্রার্থী তার সমস্যা নিঃসংকোচে বলতে পারে।**
- **নারী প্রতিনিধি একজন নারী বিচারপ্রার্থীকে তার সমস্যা তুলে ধরতে সার্বিকভাবে সহায়তা করতে পারে।**

বাংলাদেশ সরকার, ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি)-এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক **'বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প'** শীর্ষক চার বছর (২০১৬-২০১৯) মেয়াদি প্রকল্পটি দেশের ৮টি বিভাগের ২৭টি জেলার ১২৮টি উপজেলার ১,০৮০টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এই প্রকল্পের অন্যতম একটি লক্ষ্য হচ্ছে গ্রাম আদালতের মাধ্যমে বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নারী ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রবেশাধিকার সহজতর করা এবং গ্রাম আদালতের বিচার প্রক্রিয়ায় নারীর প্রতিনিধিত্বমূলক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।

ভোলার লালমোহন উপজেলার কালমা ইউনিয়নের মো: শাহজাহান গ্রাম আদালতের সহায়তায় বুঝে পেয়েছেন উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আনুমানিক ৭০,০০০ টাকা মূল্যমানের জমির দখল ও দলিলপত্রাদি। গ্রাম আদালতের মাধ্যমে বিরোধ নিস্পত্তি হওয়ায় তিনি খুবই খুশি।

মো: শাহজাহান বলেন,

"আমার চাচাতো ভাইরা জোর করে আমার হক খাচ্ছিল। গ্রাম আদালত না থাকলে আমি নাই (না থাকলে) আমার পোলাপানরা কোনোদিন এই জমি পাইতো না। গ্রাম আদালত না থাকলে আমার পক্ষে কোর্টে মামলা করা যাইতো না। এতে আমার হক কোনোদিন আমরা বুঝে পেতাম না।"

আমাগো গ্রামে অনেক অসহায় আছে যাদের টাকা নাই তাই ন্যায্যবিচার পায়না। আমি এদের গ্রাম আদালতে মামলার জন্য বলব। কারণ-

গ্রাম আদালতে মামলায় খরচ ১০/২০ টাকা। আর বার বার যাওয়া লাগেনা। অল্পদিনের মধ্যে সমাধান পাওয়া যায়।

রংপুর জেলার বদরগঞ্জ উপজেলার লোহানীপাড়া ইউনিয়নের অধিবাসী হোপনু বাসকে। গ্রাম আদালতের মাধ্যমে পেয়েছেন তার গৃহপালিত শুকর হত্যার ক্ষতিপূরণ। দরিদ্র হোপনু বাসকে একজন সাঁওতাল আদিবাসী এবং পেশায় কৃষি শ্রমিক।

"গ্রাম আদালতে মোর মামলাখান শ্যাষ (নিষ্পত্তি) হইতে মাত্র কয়দিন নাগছে, কোন উকিলক টাকা দেওয়া নাগে নাই, মুই মোর সোহোরটা (শুকর) সহজেই ফেরত পাইছুন, তাই মুই খুব খুশি" বলেন হোপনু বাসকে।

তিনি বলেন, *"গ্রাম আদালত মোর বিচার পাওয়ার কাজে সাহায্যে কৌচ্ছে (করেছে), যেঠে (যেখানে) মুই মাত্র ১০ টাকা দিয়া সুবিচার পাঁচুং (পেয়েছি)।"* তিনি তার ন্যায়বিচার পাওয়ার বিষয়টি গ্রামের অন্যান্য মানুষের কাছে প্রচারের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

গ্রাম আদালত গ্রামের দরিদ্র নারীদের বিচার প্রাপ্তির পথকে সহজ করে

মনোয়ারা বেগম
সদস্য, শহীদবাগ ইউনিয়ন পরিষদ, কাউনিয়া উপজেলা, রংপুর

গ্রাম আদালতের মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র নারীদের বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে মনোয়ারা বেগম সক্রিয় ভূমিকা রাখছেন। ইতিমধ্যে তিনি ১৩টি মামলার ক্ষেত্রে বিচার কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। মনোয়ারা বলেন,

"নারী বিচারপ্রার্থীরা যাতে মন খুলে কথা বলতে পারে প্যানেলের সদস্য হিসেবে আমি তা নিশ্চিত করেছি।"

মোসাঃ মজিবুন্নেছা এ পর্যন্ত গ্রাম আদালতের ৫টি মামলায় বিচারিক প্যানেলের সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণ করেছেন। তার মধ্যে ২টি মামলায় প্যানেল সদস্য হিসেবে এবং ৩টি মামলায় গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান* হিসেবে অংশগ্রহণ করেছেন। গ্রাম আদালতের মামলায় প্যানেল সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণ বিষয়ে তিনি বলেন,

"আমি প্যানেল সদস্য হিসেবে অংশ নেওয়ার ফলে নারী বিচারপ্রার্থীরা মনে জোর পেয়েছে। বিচারিক প্যানেলে আমার মতো নারী সদস্য দেখতে পেয়ে নারী বিচারপ্রার্থীরা তাদের কথা মন খুলে নির্ভয়ে বলতে পেরেছে।"

*সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে প্যানেল চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছেন।

মোসাঃ মজিবুন্নেছা
সদস্য, আরপাঙ্গাশিয়া ইউনিয়ন পরিষদ, আমতলী উপজেলা, বরগুনা

সামান্য ভুল বোঝাবুঝির সূত্র ধরে প্রতিবেশী খাদিজা বেগম এবং তার খালা মোছাঃ সুফিয়া বেগম আনজিরা বেগমকে শারীরিকভাবে আঘাত করলে বিরোধের সূত্রপাত হয়। গ্রাম পুলিশের পরামর্শে আনজিরা বেগম গ্রাম আদালতের দারস্থ হয় এবং চিকিৎসার খরচ বাবদ ক্ষতিপূরণ দাবী করেন।

গ্রাম আদালতের সমন পেয়ে প্রতিবাদীগণ নির্ধারিত তারিখে ইউনিয়ন পরিষদে হাজির হয়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সম্মুখে বিবাদের কথা স্বীকার করে, নিজেদের ভুল স্বীকার করে অনুতপ্ত হয় এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ ১৫০০.০০ টাকা তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করেন এবং আবেদনকারী আনজিরা বেগমের কাছে ভুল স্বীকার করেন।

আনজিরা বেগম বলেন, *"গ্রাম আদালতে আমি সুক্ষ্ম বিচার পাইছি। মাত্র ১০ টাকা খরচ হইছে। বিচার না পেলে খুব কষ্ট লাগতো। মানুষের থেকে ধার করে হাতের চিকিৎসা করাইছিলাম। ক্ষতিপূরণের টাকা পাইয়া সেই ধার পরিশোধ করছি। গ্রাম আদালতের কথা আমি পাড়ার মানুষের কাছে কইছি, আরও মানুষকে কব (বলবো)।"*

আনজিরা বেগম, গৃহিনী, কালেখারবেড়, রাজনগর ইউনিয়ন, রামপাল উপজেলা, বাগেরহাট

মাহমুদা বেগম দর্জির কাজ করে সংসারের খরচ চালান। সেলাই মেশিনটি নষ্ট হয়ে গেলে মেরামত করে দেওয়ার কথা বলে সেলাই মেশিনটি নিয়ে ফেরত দিতে অস্বীকার করে একই ইউনিয়নের মেরিনা বেগম।

এর মধ্যে গ্রামেরই একজনের পরামর্শে বিরোধটি নিষ্পত্তির জন্য তিনি গ্রাম আদালতে আবেদন করেন।

গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্তে প্রতিবাদী ৬,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করেন। ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়ে মাহমুদা বেগম আবার একটি সেলাই মেশিন কিনেছে যা তার পারিবারিক উপার্জনে অবদান রাখছে।

গ্রাম আদালতের সেবা বিষয়ে বলতে গিয়ে মাহমুদা বলেন,

"গ্রাম আদালত না থাকলে কোনোদিনই আর সেলাই মেশিন কিনতে পারতাম না।"

মাহমুদা বেগম, দর্জি, বলরামপুর ইউনিয়ন, অটোয়ারি উপজেলা, পঞ্চগড়

মাহমুদা বেগমের মামলার প্রতিবাদী মেরিনা বেগম ।

তিনি বলেন, *"বিষয়টার সুষ্ঠু সুরাহা হওয়ায় আমার নিজেরও স্বস্তি লাগছে। আমার সাথে মাহমুদার এখন পূর্বের ন্যায় সম্পর্ক, যে ভুল বুঝাবুঝি হয়েছিল তা আর নেই, আশা করি এমন ভুল আর হবে না।"*

মেরিনা বেগম, গৃহিনী, বলরামপুর ইউনিয়ন, অটোয়ারি উপজেলা, পঞ্চগড়

মোছাঃ কুলসুম বেগম বেলী
সদস্য, বলরামপুর ইউনিয়ন পরিষদ, অটোয়ারি উপজেলা, পঞ্চগড়

এই মামলার প্যানেলে মাহমুদা বেগমের পক্ষে প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মোছাঃ কুলসুম বেগম বেলী। তিনি বলেন, *"মাহমুদা ও মেরিনা তারা দু'জনেই আমার নির্বাচনী এলাকার মানুষ, আমি ব্যক্তিগতভাবে তাদের দু'জনকেই জানি। হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝির কারণে মেরিনা মাহমুদার সেলাই মেশিনটা মেরামতের কথা বলে নিয়ে আর ফেরত দিচ্ছিল না। পরবর্তীতে গ্রাম আদালতে মামলা করায় গ্রাম আদালতের প্রক্রিয়া অনুসারে বিষয়টির মীমাংসা করে দেওয়া হয়েছে। এখন উভয় পক্ষই খুশি, আর কোনো অভিযোগ নেই কোনো পক্ষের।"*

তাঁর মতে, *"গ্রাম আদালত সক্রিয় হওয়ার ফলে এলাকার মানুষ যেমন ন্যায়বিচার পাচ্ছে, তেমনি জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে পেরে নিজেও আনন্দ বোধ করি।"*

রংপুর সদর উপজেলার মমিনপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোছাঃ সুলতানা আখতার। গ্রাম আদালতের মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র নারী-পুরুষের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর ইউনিয়ন পরিষদকে নারীর জন্য সহায়ক করে তুলতে তিনি ইতিমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন।

গ্রামের নারীরা যাতে স্বাচ্ছন্দ্যে গ্রাম আদালতসহ ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন সেবা নিতে পারেন সেজন্য তিনি তাঁর ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের জন্য টয়লেটসহ পৃথক রুমের ব্যবস্থা করেছেন।

সুলতানা আক্তার বলেন, *'গ্রাম আদালত একটি আইনি ব্যবস্থা, গ্রাম আদালতের মাধ্যমে গ্রামের অসহায় দরিদ্র নারী-পুরুষ অতি সহজে ন্যায়বিচার পাচ্ছে।'*

সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলাধীন মৌতলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব সাঈদ মেহেদী নিজে উঠান বৈঠকে উপস্থিত থেকে গ্রামের নারী-পুরুষদেরকে গ্রাম আদালত সম্পর্কে সচেতন করেন।

তাঁর মতে,

"গ্রাম আদালতকে সক্রিয় ও জনমুখি করা গেলে ইউনিয়নের জনগণ বিশেষত গরিব এবং অসহায় নারীরা থানা, কোর্ট-কাচারি না করে গ্রাম আদালতে গিয়েই ছোট-খাটো বিবাদ-বিরোধের নিষ্পত্তি করার সুযোগ পাবে।"

গ্রামের নারী-পুরুষ সবাইকেই গ্রাম আদালতের এখতিয়ারভুক্ত বিভিন্ন বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য গ্রাম আদালতে আসার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন,

"মামলার শুনানির সময় নারী বিচারপ্রার্থীরা যাতে তাদের কথা সবার সামনে খুলে বলতে পারে সে দিকটার প্রতি আমি সব সময় খেয়াল রাখি।"

গ্রাম আদালতের সুবিধা সম্পর্কে রোহেনা আক্তার খানম বলেন, *"গ্রাম আদালত গ্রামের দরিদ্র নারীদের বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেকভাবেই সুবিধাজনক। কেননা, নিজেদের ইউনিয়নে হওয়ায় নারীরা সহজেই গ্রাম আদালতে যেতে পারে। এতে তারা আর্থিক খরচ থেকে রেহাই পায় এবং বিরোধ-বিবাদ থেকে কম সময়ে মুক্তি পেতে পারে। গ্রাম আদালতে সরাসরি কথা বলা যায় এবং কোনো উকিল নিয়োগের ঝক্কি-ঝামেলা নেই। তাছাড়া বিচারিক প্যানেলে নারী প্রতিনিধি থাকলে তিনি নারীর সুবিধা-অসুবিধা সহজেই বুঝতে পারেন।"*

রোহেনা আক্তার খানম, প্রধান শিক্ষক, বাজার মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মৌলভীবাজার এবং সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, মৌলভীবাজার শাখা

অশোক কুমার সেন, সহকারী অধ্যাপক
মৌলভীবাজার সরকারী মহিলা কলেজ, মৌলভীবাজার

ন্যায়বিচারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অশোক কুমার সেন বলেন, *"বিচার চাওয়া এবং সঠিক ও নিরপেক্ষ বিচার পাওয়া প্রতিটি মানুষের অধিকার। বিচার চাওয়া সামাজিক নিন্দা বা অপরাধের বিষয় নয়, কারণ সামাজিক নিন্দার ভয়ে মুখ বুজে অন্যায় মেনে নেওয়া ও অন্যায় সহ্য করা ব্যক্তি তথা সমাজের জন্য মঙ্গলের নয়- এতে অন্যায়কারীরা বেপরোয়া হয়ে উঠে সমাজে অপরাধের মাত্রাকে লাগামহীন করে তোলে।"*

নারীদের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ***"সমাজে নারীরা অধিকার বঞ্চিত হলে, ন্যায়বিচার না পেলে সমাজ তথা রাষ্ট্রের নারীসমাজ ক্রমাগত উৎসাহ উদ্দীপনা হারিয়ে শুধু নিজেরাই হতাশাগ্রস্ত হবে না, এতে বরং দেশ ও জাতির অগ্রগতির চাকা থমকে যাবে।"***

European Union

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

Empowered lives.
Resilient nations.

আইডিবি ভবন (১২তলা), শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা, বাংলাদেশ
+৮৮ (০২) ৯১৮৩৪৬৬-৮
info.avcb@undp.org
https://www.facebook.com/villagecourts
https://twitter.com/villagecourts
www.villagecourts.org, www.bd.undp.org/villagecourts